শিশুর কাঁধে পরীক্ষার বোঝা

এম এইচ রবিন
২৯ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে আসছে বৃত্তি পরীক্ষা। প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণিতে পরীক্ষাভিত্তিক মেধা যাচাইয়ের পুরনো এই পদ্ধতিকে নতুন কৌশলে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দীর্ঘ এক দশক পর এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রত্যাবর্তনে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন আশা জেগেছে, তেমনি দানা বেঁধেছে নানা সংশয়। প্রশ্ন উঠেছেÑ এ পরীক্ষা কি শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটাবে, না শৈশবের নির্মল আনন্দ কেড়ে নিয়ে চাপ ও বৈষম্যের জালে বন্দি করবে?

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ফের চালু হতে যাচ্ছে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। প্রাথমিক স্তরে বৃত্তি পরীক্ষার পুনঃপ্রবর্তনের পর এবার মাধ্যমিক ধাপে এ উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষাবর্ষের প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরীক্ষাটি এ বছরই আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে আচমকা। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। তবে এ পরীক্ষায় সব শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে না; নির্ধারিত ও বাছাই করা শিক্ষার্থীকেই অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের মতে, বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক হতে পারে। এতে দরিদ্র মেধাবীরা সরকারি স্বীকৃতি ও আর্থিক সহায়তা পায়, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর মানসিকতা তৈরি হয়।

একটি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহানা জাহান বলেন, এই পরীক্ষাগুলো শিক্ষার্থীদের জীবনে আত্মবিশ্বাস আনে। স্কুলগুলোও মেধা উন্নয়নের জন্য আরও সচেষ্ট হয়। প্রতিযোগিতার পরিবেশে শিক্ষকরাও আরও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠেন। শিক্ষাবিদদের মতে, অল্প বয়সী শিশুদের ওপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার চাপ তাদের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, শৈশব মানেই শেখা ও খেলার সময়। এই বয়সে পাবলিক পরীক্ষার মতো মানসিক চাপ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা কেড়ে নেয়। চাপ নিতে না পেরে কেউ হীনম্মন্যতায় ভোগে, কেউ মুখস্থ করায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ঢাকার একটি কোচিং সেন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির বৃত্তিকেন্দ্রিক অনেক কোচিং শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

গাইড বইয়ের বাজারে অভিভাবকদের খরচও বেড়েছে বহুগুণ। রাজধানীর শান্তিনগরের বাসিন্দা এবং পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মা ফেরদৌসী বেগম বলেন, আমার মেয়ে এত ছোট, কিন্তু এখনই তার গাইড বইয়ের ব্যাগের ওজন দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। ভালো ফলাফলের জন্য কোচিংয়ে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। এখন স্কুল নয়, কোচিংই যেন আসল।

অ্যাডাল্ট এডুকেশন অ্যান্ড লাইফলং লার্নিং ইন দি এশিয়া সাউথ প্যাসিফিকের (অ্যাসপাব) উপদেষ্টা এবং শিক্ষা গবেষক কে এম এনামুল হক বলেন, একটি লিখিত পরীক্ষায় কেবল চারটি বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করা যথার্থ নয়। কেউ হয়তো ছবি আঁকায় দক্ষ, কেউ সংগীতে। সেই প্রতিভাগুলো মূল্যায়নের কোনো সুযোগই এ পরীক্ষায় নেই। ফিনল্যান্ডসহ উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সহায়তা দেওয়া হয়, মেধার ভিত্তিতে নয়।